RADHA KRISHNAN COMMISSION/ UNIVERSITY EDUCATION COMMISSION (1948-49)

SEM-3 (DSE AND GE), HMV

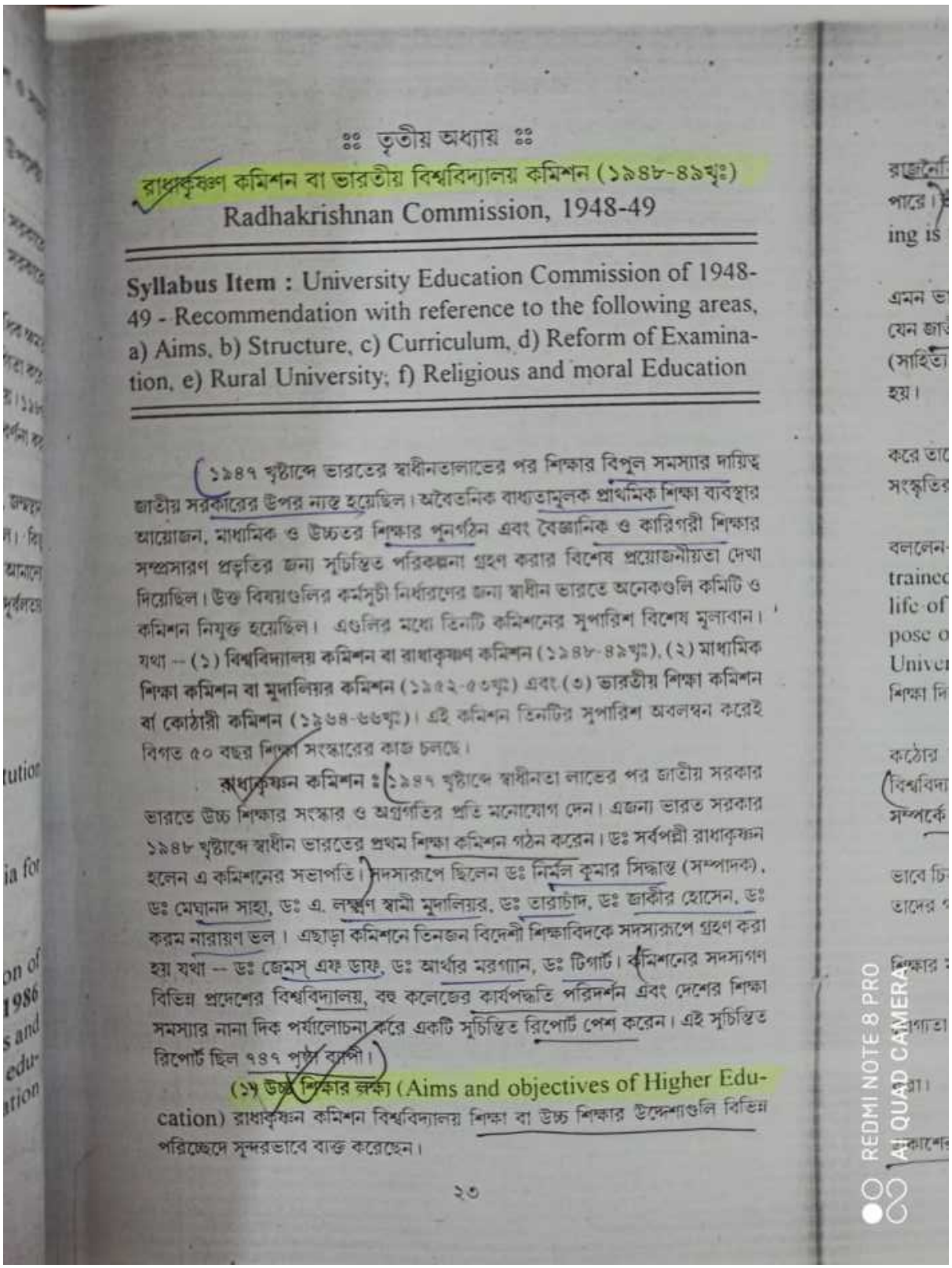

:: তৃতীয় অধ্যায় ::

রাধাকৃষ্ণণ কমিশন বা ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন (১৯৪৮-৪৯খৃঃ)

Radhakrishnan Commission, 1948-49

Syllabus Item : University Education Commission of 1948-49 - Recommendation with reference to the following areas, a) Aims, b) Structure, c) Curriculum, d) Reform of Examination, e) Rural University; f) Religious and moral Education

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে ভারতের স্বাধীনতালাভের পর শিক্ষার বিপুল সমস্যার দায়িত্ব জাতীয় সরকারের উপর ন্যস্ত হয়েছিল। অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার আয়োজন, মাধ্যমিক ও উচ্চতর শিক্ষার পুনর্গঠন এবং বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী শিক্ষার সম্প্রসারণ প্রভৃতির জন্য সুচিন্তিত পরিকল্পনা গ্রহণ করার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল। উক্ত বিষয়গুলির কর্মসূচী নির্ধারণের জন্য স্বাধীন ভারতে অনেকগুলি কমিটি ও কমিশন নিযুক্ত হয়েছিল। এগুলির মধ্যে তিনটি কমিশনের সুপারিশ বিশেষ মূল্যবান। যথা -- (১) বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন বা রাধাকৃষ্ণণ কমিশন (১৯৪৮-৪৯খৃঃ), (২) মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন বা মুদালিয়র কমিশন (১৯৫২-৫৩খৃঃ) এবং (৩) ভারতীয় শিক্ষা কমিশন বা কোঠারী কমিশন (১৯৬৪-৬৬খৃঃ)। এই কমিশন তিনটির সুপারিশ অবলম্বন করেই বিগত ৫০ বছর শিক্ষা সংস্কারের কাজ চলছে।

রাধাকৃষ্ণন কমিশন ঃ ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে স্বাধীনতা লাভের পর জাতীয় সরকার ভারতে উচ্চ শিক্ষার সংস্কার ও অগ্রগতির প্রতি মনোযোগ দেন। এজন্য ভারত সরকার ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে স্বাধীন ভারতের প্রথম শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন হলেন এ কমিশনের সভাপতি। সদস্যরূপে ছিলেন ডঃ নির্মল কুমার সিদ্ধান্ত (সম্পাদক), ডঃ মেঘানাদ সাহা, ডঃ এ. লক্ষ্মণ স্বামী মুদালিয়র, ডঃ তারাচাঁদ, ডঃ জাকীর হোসেন, ডঃ করম নারায়ণ ভল। এছাড়া কমিশনে তিনজন বিদেশী শিক্ষাবিদকে সদস্যরূপে গ্রহণ করা হয় যথা -- ডঃ জেমস্ এফ ডাফ, ডঃ আর্থার মরগ্যান, ডঃ টিগার্ট। কমিশনের সদস্যগণ বিভিন্ন প্রদেশের বিশ্ববিদ্যালয়, বহু কলেজের কার্যপদ্ধতি পরিদর্শন এবং দেশের শিক্ষা সমস্যার নানা দিক পর্যালোচনা করে একটি সুচিন্তিত রিপোর্ট পেশ করেন। এই সুচিন্তিত রিপোর্ট ছিল ৭৪৭ পৃষ্ঠা ব্যাপী।

(১) উচ্চ শিক্ষার লক্ষ্য (Aims and objectives of Higher Education) রাধাকৃষ্ণন কমিশন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা বা উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলি বিভিন্ন পরিচ্ছেদে সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন।

২৩

(ক) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার লক্ষ্য হবে এমন যাতে শিক্ষার্থীরা দেশের রাজনৈতিক, শাসনতান্ত্রিক সংক্রান্ত বিষয়ে নেতৃত্ব গ্রহণ করার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। তাঁদের অবদানে জাতীয় জীবন ঐশ্বর্যে সম্পদে ভরে উঠবে। Leadership training is the fundamental function of a University ।

(খ) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার লক্ষ্য হবে শিক্ষার মান উন্নীত করা। শিক্ষার মান এমন ভাবে উন্নীত করতে হবে যার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত প্রত্যেকটি ছাত্রছাত্রী যেন জাতীয় সংস্কৃতির যোগ্য প্রতিনিধি হতে পারে এবং মানব সংস্কৃতির প্রত্যেকটি অধ্যায়ে (সাহিত্য, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, সুকুমার শিল্প) তারা যেন এক চিরস্থায়ী অবদান রাখতে সমর্থ হয়।

(গ) বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার লক্ষ্য হবে যাতে শিক্ষার্থীরা জাতীয় সংস্কৃতি উপলব্ধি করে তাকে সংরক্ষণ, জাতির অন্তর্নিহিত ভাবধারাকে উপলব্ধি করে তার সম্প্রসারণ, ভারতীয় সংস্কৃতির মূল ভাবগুলি আয়ত্ত করে প্রয়োজন মত গ্রহণ ও বর্জন ইত্যাদি করতে পারে।

(ঘ) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার লক্ষ্য নির্দেশ করতে গিয়ে রাধাকৃষ্ণন আরো বললেন-"The intellectual pioneers of civilisation are to be found and trained in the Universities which are the sanctuaries of the inner life of the nation. Indian constitution lays down the general purpose of our state. These purposes can be worked out through our Universities" বুদ্ধি বিজ্ঞানের যারা অগ্রদূত, বিশ্ববিদ্যালয় তাদের সন্ধান দিবে, তাদের শিক্ষা দিবে।

(ঙ) অতি প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে বর্তমান শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত নানা কঠোর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মানব জাতি সভ্যতা সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করে এসেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিশেষ উদ্দেশ্য হবে যাতে ছাত্রছাত্রীরা মানব সভ্যতার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করতে আরও আগ্রহী হয় তার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(চ) শিক্ষার এই পর্যায়েই দেশ ও জাতির বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে তাদের নূতন ভাবে চিন্তা করার শক্তি অর্জনের ব্যবস্থা, জীবন জিজ্ঞাসার উত্তর অন্বেষণ এবং নানা দিকে তাদের গবেষণার ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করার ব্যবস্থা করতে হবে।

(ছ) দেশের সাধারণ শিক্ষা, যান্ত্রিক শিক্ষা, বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রভৃতি নানা ধরনের শিক্ষার মান উন্নত করতে হবে।

(জ) শিক্ষার্থীরা যেন শিল্প, বানিজ্য সংক্রান্ত বিষয়ের নেতৃত্ব গ্রহণ করবার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে।

(ঝ) শিক্ষার্থীর মনে উচ্চতর ভাবধারা ও সমাজ জীবনে নূতন মূল্যবোধ জাগ্রত করা।

(ঞ) উচ্চ শিক্ষার মধ্য দিয়া শিক্ষার্থীর মনে ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধা, স্বাধীন মত প্রকাশের ক্ষমতা, মানুষে মানুষে সৌভ্রাতৃত্ববোধ (fraternity) প্রভৃতি মানবিক গুণগুলি

REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA

প্রতিফলিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ।

(ট) শিক্ষার মধ্য দিয়ে প্রজ্ঞার উন্মেষ সাধন করার এ ধারণা কমিশনের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে, যথা-... "education is both a training of minds, training of souls, it should give both knowledge and wisdom"

(ঠ) নূতন সমাজ গড়ার জন্য সমাজদর্শন সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা সৃষ্টি করা। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে এমনভাবে ঢেলে সাজাতে হবে যাতে এক সুশৃঙ্খল সমাজ সৃষ্টি হয়, সমাজের চাহিদা অনুসারে আমরা যেন এক বাঞ্ছিত সভ্যতা গড়ে তুলতে পারি। Our educational system must find its guiding principles in the aims of the social order for which it prepares. in the nature of the civilisation it hopes to build."

(ড) শিক্ষার লক্ষ্য হবে ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধের মাধ্যমে গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করা (We are engaged in a quest for democracy of justice. liberty. equality and fraternity)। গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা সফল করতে হলে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ন্যায় বিচার (Justice), ধর্মে স্বাধীনতা (Liberty), সকল ক্ষেত্রে সমান অধিকার ও সুযোগ (Equality) লাভের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তার শ্রেষ্ঠ পাদপীঠ হল বিশ্ববিদ্যালয়গুলি। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি হবে ভ্রাতৃত্ববোধের প্রতীক এবং রক্ষক। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি হবে স্বয়ংশাসিত ও স্বাধীন।

(ঢ) সহপাঠ্য সূচীর অন্তর্ভুক্ত সকল প্রকার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়কে যৌথ ও সমবায়মূলক কাজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে গুরুত্ব প্রদান করার ব্যবস্থা করতে হবে।

(ণ) ভারতীয় সংস্কৃতি যে সুমহান ও সুসমৃদ্ধ; যুগ যুগ ধরে বিভেদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করে এসেছে এই সংস্কৃতির ধারাকে বাঁচিয়ে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে বিশ্ববিদ্যালয়কে।

(২) **বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনা (Administration/Structure)** : রাজ্যে রাজ্যে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার দায়িত্ব থাকবে রাজ্য সরকারের উপরে। কিন্তু উচ্চতর শিক্ষা ঠিক পথে না চললে জাতীয় শিক্ষা নির্ণীত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে না, সে কারণে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপযুক্ত পরিচালন সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় সরকারকেও দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে।

স্নাতক স্তরে সর্বপ্রকার দায় দায়িত্ব রাজ্যের শিক্ষা বিভাগের উপর থাকবে। স্নাতকোত্তর স্তরের শিক্ষা ও গবেষণা পরিচালনার দায় দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের উপর রাখাই বাঞ্ছনীয়।

বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার জন্য থাকবে -- (১) আচার্য্য, (২) উপাচার্য্য, (৩) সিনেট বা কোর্ট, (৪) সিন্ডিকেট, (৫) একাডেমিক কাউন্সিল, (৬) ফ্যাকালটিস, (৭) বোর্ড অব স্টাডিজ, (৮) ফিনান্স কমিটি, (৯) সিলেকশান কমিটি।

REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA

(৪) শিক্ষক (Teacher Education) ঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার উন্নত মান, সাফল্য নির্ভর করে যোগ্য, প্রতিভাবান উপযুক্ত শিক্ষকের উপর। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার ও উন্নতির জন্য জ্ঞানী গুণী সুশিক্ষক অবশ্য প্রয়োজন। শিক্ষা দান করাই শিক্ষক নিয়োগের মৌলিক উদ্দেশ্য। এজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্ঞানী-গুণী অধ্যাপকের সমাবেশ অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সমস্ত অধ্যাপকদের একমাত্র কর্তব্য হবে শিক্ষার্থীর মনকে বিষয় সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু করা ও তাদের মধ্যে সমালোচনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। কেবলমাত্র জ্ঞানগর্ভ ভাষণেই যেন তাদের শিক্ষাদান সীমিত না হয়, কারণ কিছু পরিমাণ তথ্য বা তত্ত্ব পরিবেশন করলেই শিক্ষাদান সম্পূর্ণ হয় না। ঐ সঙ্গে শিক্ষার্থী ও শিক্ষক সম্পর্ককে মধুর করতে হবে। প্রকৃত শিক্ষক হবেন তিনি, যিনি কেবলমাত্র পুঁথিগত বিদ্যা অনুশীলনে ব্যাপৃত না থেকে শিক্ষাদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের প্রকৃত মানুষ হয়ে ওঠার জন্য তাদের চরিত্র গঠনে সহায়তা করবেন। কমিশন তৎকালীন শিক্ষকের শিক্ষার কাজ ও কর্তব্য সমালোচনা করে বলেছেন যে শিক্ষকের গুণগত মান ও যোগ্যতার অভাবে শিক্ষার অবনতি সূচিত হয়েছে। অনেক শিক্ষক শিক্ষাদানকে গৌণ করে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনে অংশগ্রহণে অধিক আগ্রহী। উপরন্তু অনেকেরই রাজনীতিকে প্রাথমিক কর্ম হিসেবে গ্রহণ করে শিক্ষকতাকে দ্বিতীয় কর্তব্য হিসাবে গণ্য করেন। শিক্ষকদের নিম্ন বেতনের জন্য প্রতিভাশালী ব্যক্তি শিক্ষকতা গ্রহণ করেন না। রাজনীতিবিদগণ দলীয় প্রভাবে অনেক সময় অযোগ্য লোককে শিক্ষক পদে নিযুক্ত করতে সাহায্য করেন। কমিশন বলেন -- "The teacher is the corner stone of the arch of education; he is no less (if not) more than books and curricula, buildings and equipment, administration and test"।

কমিশন সুপারিশ করেন যে - (ক) শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা বিচার করে নিয়োগ করতে হবে এবং শিক্ষকদের প্রফেসর, রীডার লেকচারার ও ইনস্ট্রাকটার এই চারটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করতে হবে। শ্রেণী অনুযায়ী বেতন নির্ণীত হবে। বর্তমান বেতন নীতির পরিশোধন করতে হবে।

(খ) শিক্ষক ছাড়া কয়েকজন করে গবেষক (Research fellow) নিয়োগ করতে হবে।

(গ) যোগ্যতা ও মেধার ভিত্তিতে শিক্ষকদের পদোন্নতি হবে।

(ঘ) প্রত্যেক শিক্ষককে ৬০ বছর বয়সে অবসর গ্রহণ করতে হবে। অবশ্য যোগ্য শিক্ষকের কর্মদক্ষতা থাকলে তার কার্যকাল ৬৪ বছর পর্যন্ত বাড়ানো চলবে।

(ঙ) শিক্ষকদের চাকুরীর অবস্থা, প্রভিডেন্ট ফান্ড, কাজ করার সময়, ছুটি সুষ্ঠুভাবে প্রণয়ন করে স্থিরীকৃত হবে।

(চ) যোগ্য শিক্ষকের গুরুত্ব ও দায়িত্বকে স্বীকৃতি দিতে হবে।

(৫) গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়ের কাঠামো (Structure of Rural University) ভারত স্বাধীনতা লাভ করবার পর ভারতের হাজার হাজার গ্রামের বিশেষ প্রয়োজন মেটাবার উপযোগী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় এবং তা থেকেই গ্রামীণ

REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA

২.৪.৩ প্রাক্-শৈশবের শিশুপালন ও শিক্ষা (Early Childhood Care and Education, ECCE)
২.৪.৪ সার্বজনীন সাক্ষরতা, প্রারম্ভিক শিক্ষা (Universal Literacy, Elementary Education)
২.৪.৫ মাধ্যমিক শিক্ষা এবং নবোদয় বিদ্যালয় (Secondary Education and Navodaya Vidyalaya)
২.৪.৬ উচ্চশিক্ষা (Higher Education)
২.৪.৭ শিক্ষক (Teacher)
২.৪.৮ শিক্ষক-শিক্ষণ (Teacher Education)
২.৪.৯ বৃত্তি-শিক্ষা (Vocational Education)
২.৪.১০ প্রথা-বহির্ভূত শিক্ষা (Non-Fomal Education)
২.৪.১১ মূল্যায়ন (Evaluation)
২.৪.১২ নারীশিক্ষা (Women Education)
২.৪.১৩ তপশিলি জাতির শিক্ষা (Education of Scheduled Cast)

২.৫ সংশোধিত জাতীয় শিক্ষানীতি, ১৯৯২ (Revised National Policy on Education, 1992)

■ ২.১ ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন (১৯৪৮-৪৯) (Indian University Commission, 1948-49) :

❑ ভূমিকা :

স্বাধীন ভারতের প্রথম শিক্ষা-কমিশন হল রাধাকৃষ্ণন কমিশন। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের সভাপতিত্বে এই কমিশন ভারত সরকার কর্তৃক গঠিত হয়। ড. তারাচাঁদ, ড. জাকির হোসেন, ড. এ লক্ষ্মণ স্বামী মুদালিয়র, ড. মেঘনাদ সাহা, ড. করমনারায়ণ, ড. নির্মল কুমার সিদ্ধান্ত এই কমিশনের সদস্য ছিলেন। এছাড়া এই কমিশনের তিনজন বিদেশি শিক্ষাবিদ সদস্য হল— ড. আর্থার ই মরগ্যান, ড. জেমস এফ ডাফ এবং ড. টি গার্ট। কমিশনের সভাপতি ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের নামানুসারে এই কমিশন রাধাকৃষ্ণন কমিশন নামে পরিচিত।

এই কমিশনের মূল লক্ষ্য হল ভারতীয় উচ্চতর শিক্ষার সার্বিক উন্নতিসাধন। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার উদ্দেশ্য, পাঠক্রম, শিক্ষার মাধ্যম, শিক্ষক, শিক্ষার মান, ধর্মশিক্ষা, নারীশিক্ষা, মূল্যায়ন, ছাত্র কল্যাণ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন প্রভৃতি বিষয়ে যেসব প্রয়োজনীয় সুপারিশ করেন তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল—

❖ ২.১.১ **উচ্চ শিক্ষার লক্ষ্য** (Aims of Higher Education) :

স্বাধীনতালাভের পর উচ্চশিক্ষার গুরুত্ব আগের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব ও কর্মক্ষেত্র যথেষ্ট প্রসারিত হয়েছে। এই অবস্থার কথা মনে রেখে রাধাকৃষ্ণন কমিশন উচ্চশিক্ষার যেসব লক্ষ্য নির্ধারণ করেছেন সেগুলি হল—

(i) **যোগ্য নেতা তৈরি** (Leadership Training) : কমিশনের মতে, উচ্চশিক্ষার একটা বড়ো কাজ হল নেতৃত্বের প্রশিক্ষণ (Leadership Training)। শিক্ষা, সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, প্রশাসন ইত্যাদি—জাতীয় জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে সুষ্ঠু নেতৃত্বের জন্য প্রয়োজন ভালো নেতা (Good Leader)। উচ্চ শিক্ষার কাজ হল এই ধরনের নেতা তৈরি করা।

(ii) **সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য** (Cultural Heading) : শিক্ষার একটি কাজ হল জাতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সংরক্ষণ সঞ্চালন। কমিশনের মতে ভারতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে সচেতন করার সঙ্গে সঙ্গে মানব জাতির বৌদ্ধিক ও নৈতিক জ্ঞান (Intellectual and Ethical Heatage of humanity to young) সঞ্চালিত করাই হবে উচ্চশিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য।

(iii) **চরিত্রের বিকাশসাধন** (Development of Character) : কমিশনের মতে, আমরা একটা সভ্যতা গড়ে তুলতে চাই, একটা ফ্যাক্টরি বা কারখানা নয়, একটি সভ্যতার গঠনের মূল উপাদান হল মানুষ ও মানুষের চারিত্রিক দৃঢ়তা, সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের চারিত্রিক বিকাশ ঘটাতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার কাজ হবে দৃঢ় চরিত্রের মানুষ তৈরি করা।

(iv) **গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের বিকাশ** (To Develop Democratic Values) : আমরা একটি গণতান্ত্রিক সমাজে বসবাস করি এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে আমরা আদর্শ বলে মনে করি। গণতন্ত্রের মূল কথা হল সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা ও সুবিচার (Justice)। উচ্চশিক্ষার লক্ষ্য হবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে গণতান্ত্রিক ভাবধারা তথা গণতান্ত্রিক মূল্য বোধ গড়ে তোলা, গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি হল ব্যক্তি। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উচ্চ শিক্ষার মূল লক্ষ্য হবে ব্যক্তি তথা শিক্ষার্থীর পরিপূর্ণ বিকাশ।

(v) **জ্ঞানের রাজ্যে অভিযান** (Intellectual Adventure) : উচ্চশিক্ষার প্রধানতম কাজ হল গবেষণা বা অনুসন্ধান। জ্ঞান রাজ্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে (Field of Study) অভিযান বা অনুসন্ধান (Adventure) চালিয়ে নতুন নতুন জ্ঞান সৃষ্টি করা উচ্চ শিক্ষার তথা আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম কাজ। এই নতুন জ্ঞান জাতীয় সমস্যার সমাধানে, জাতীয় অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA

(vi) **বিজ্ঞান কারিগরী ও কৃষি শিক্ষার প্রসার** (To develop the education of Science technology and Agriculture) : বিজ্ঞান ও কারিগরিবিদ্যার প্রভাবে আধুনিক পৃথিবীতে ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। জাতীয় অগ্রগতি ও অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে উচ্চমানের বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যার প্রসার ঘটাতে হবে। এর পাশাপাশি কৃষিপ্রধান (৮৫%) ভারতবর্ষের কৃষির উন্নতির জন্য কৃষিবিদ্যা প্রসার ঘটানোর প্রতি মনোযোগ দিতে হবে।

(vi) **প্রাকৃতিক ও মানব সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার** (Proper uses of natural and human resource) : জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে সমৃদ্ধির বা অগ্রগতির জন্য প্রয়োজন সম্পদ। সম্পদ সৃষ্টি হয় প্রাকৃতিক ও মানব সম্পদের সমন্বয়ে। তাই প্রাকৃতিক ও মানব সম্পদের যথাযথ ব্যবহার করা হবে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষার লক্ষ্য। জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রগতির জন্য যে ধরনের মানব সম্পদ (Human Resource) দরকার, বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ হল তার জোগান দেওয়া।

(viii) **সৌভ্রাতৃত্ববোধ ও বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি :** উচ্চশিক্ষার লক্ষ্য হবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি করা, ছাত্র-শিক্ষককে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ঐক্য বোধ সৃষ্টি করতে হবে, প্রাচীন ভারতীয় আদর্শে আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্য দিয়ে ছাত্র-শিক্ষক প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠবে। এই সৌভ্রাতৃত্ববোধ থেকেই বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধের সৃষ্টি হবে। তাই ভারতীয় জাতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির পাশাপাশি বিশ্ব সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত মূল সত্যগুলি শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরতে হবে। ফলে দেশে দেশে ঐক্য ও প্রীতির বন্ধন গড়ে উঠবে।

২.১.২ সাধারণ শিক্ষা (General Education) :

- কোনো উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় বা Intermediate College-এ ১২ বছরের শিক্ষা লাভ করার পর শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ও বিজ্ঞান বিভাগে ভরতি হতে পারবে।
- সাধারণ কোর্স (Pass Course) ও সাম্মানিক কোর্স (Honours Course) উভয় শ্রেণির জন্য তিন বছরের ডিগ্রি কোর্স থাকবে। সাধারণ কোর্সের (Pass Course) শিক্ষার্থীরা দুবছর পর ও সাম্মানিক বিভাগের শিক্ষার্থীরা এক বছর পর স্নাতকোত্তর (Master Degree) লাভ করবে।

২.১.৩ বৃত্তিমূলক শিক্ষা (Vocational Education) :

শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল শিক্ষার্থীকে ভবিষ্যৎ জীবনের উপযোগী করে গড়ে তোলা, অর্থাৎ শিক্ষার্থীকে কোনো পেশা বা বৃত্তির জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতার দ্বারা প্রস্তুত করা। কমিশন এটা উপলব্ধি করে বৃত্তিশিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। তাই কমিশন

কৃষি শিক্ষাতত্ত্ব, বাণিজ্য, চিকিৎসা বিদ্যা, আইন, ইঞ্জিনিয়ারিং ও কারিগরিবিদ্যার উপর জোর দিয়েছে। বৃত্তিশিক্ষা সম্পর্কে কমিশনের প্রধান প্রধান সুপারিশগুলি হল—

(i) **কৃষিবিদ্যা :** বৃত্তি শিক্ষার কর্মসূচিতে কৃষি বিদ্যাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। প্রাথমিক থেকে শিক্ষার উচ্চস্তর পর্যন্ত কৃষিবিদ্যা চর্চার ব্যবস্থা করতে হবে। গ্রামে কৃষিবিদ্যার কলেজ ও কৃষিবিদ্যালয় গড়ে তুলতে হবে। কৃষির উন্নতির জন্য বহুসংখ্যক কৃষি গবেষণাগার ও কৃষি খামার গড়ে তুলতে হবে। কেন্দ্রীয় কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের কাজ আরও প্রসারিত করতে হবে। এই গবেষণা কেন্দ্রের অধীনে Institute of Agriculture স্থাপিত হবে। এখানে দীর্ঘ মেয়াদী কৃষি নীতি নিয়ে গবেষণা হবে। যারা কৃষি ও কৃষকের জীবনের সঙ্গে জড়িত তাদের উপর কৃষিশিক্ষা গবেষণা ও নীতি নির্ধারণের দায়িত্ব অর্পিত হবে।

(ii) **আইন শিক্ষা :** আইন শিক্ষার কলেজগুলিকে পুনর্গঠন করতে হবে। আইন বিষয়ে তিন বছরের ডিগ্রি কোর্স প্রথা প্রবর্তন করতে হবে। আইন শাখায় ভরতি হতে হলে অবশ্যই তিন বছরের ডিগ্রি কোর্স পাস করতে হবে। আইন শিক্ষাকালীন কোনো শিক্ষার্থীকে অন্য কোনো বিষয়ে ডিগ্রি কোর্স পড়ার অনুমতি দেওয়া হবে না। আইন বিষয়ক উচ্চতর গবেষণার ব্যবস্থা করতে হবে। হাতে-কলমে কাজ শেখার জন্য কোনো অভিজ্ঞ সিনিয়র উকিলের অধীনে এক বছর কাজ করতে হবে।

(iii) **বাণিজ্য :** বি কম পাশের পর ছাত্রদের বাণিজ্যের কতকগুলি শাখায় শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। এম.কম পাশে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা হবে মূলত ব্যবহারিক (Practical). বাণিজ্য বিভাগের শিক্ষার্থীদের ফার্মে (Farm) হাতে-কলমে কাজ শেখার সুযোগ দিতে হবে।

(iv) **শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষণ :** পাঠ্য বিষয় হিসেবে শিক্ষাতত্ত্ব (Education) এবং সেইসঙ্গে শিক্ষক-শিক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা কমিশন স্বীকার করেছে। কমিশন শিক্ষাতত্ত্বকে স্নাতক স্তরের পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করে। কমিশন শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষক শিক্ষণের কর্মসূচিকে বাস্তবোচিত করার কথা বলেছে। শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগের ব্যাপারে মাধ্যমিক শিক্ষায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। শিক্ষা ও শিক্ষক-শিক্ষণের পাঠ্যসূচিকে আরও নমনীয় করা প্রয়োজন এবং স্থানীয় প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে প্রচলিত পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত কোনো কোনো বিষয় তুলে দেওয়া আবার কোনো নতুন বিষয়ের সংযোজন করা প্রয়োজন। শিক্ষক-শিক্ষণ কোর্সে শ্রেণি-শিক্ষণ (Practice Teaching)-এর উপর অধিক গুরুত্ব দিতে হবে।

(v) **ইঞ্জিনিয়ারিং ও প্রযুক্তিবিদ্যা :** ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার উন্নতি হওয়া প্রয়োজন। প্রচলিত ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বর্তমানে রয়েছে সেগুলির উন্নয়নসাধন প্রয়োজন। উন্নত ধরনের আরও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে, গবেষণার জন্য বহু কেন্দ্র স্থাপন করা দরকার। শিক্ষার্থীরা যাতে কারখানায় হাতে-কলমে কাজ শিখতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। সমাজের চাহিদা অনুযায়ী পাঠক্রমের পরিবর্তন বা সংশোধন প্রয়োজন। বিশ্ববিদ্যালয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের জন্য শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে।

(vi) **চিকিৎসাবিদ্যা :** চিকিৎসাবিদ্যার কলেজগুলিতে ১০০ জনের বেশি ছাত্র ভরতি করা যাবে না। প্রতি ছাত্র পিছু কমপক্ষে ১০ জন রোগীর সংখ্যা নির্দিষ্ট থাকবে। গ্রামীণ কেন্দ্রে শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে। স্নাতকোত্তর স্তরে পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং ও নার্সিংকে গুরুত্ব দিতে হবে। নির্বাচিত কিছু কলেজে স্নাতকোত্তর পাঠের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। ভারতীয় চিকিৎসাবিদ্যা সম্পর্কে গবেষণার ব্যবস্থা করতে হবে। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর উভয় স্তরেই গ্রামীণ অভিজ্ঞতাকে আবশ্যিক করতে হবে।

❖ ২.১.৪ শিক্ষার মাধ্যম (Medium Education) :

বহু ভাষাভাষী ভারতবর্ষে এক বড়ো প্রশ্ন হল শিক্ষার মাধ্যম কী হবে? বিশেষ করে উচ্চশিক্ষার মাধ্যম। এই সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে কমিশনের বক্তব্য হল—"আঞ্চলিক ভাষা উচ্চতর শিক্ষার মাধ্যম হওয়া উচিত, তবে কোনো কোনো বিষয় পড়ানোর জন্য ছাত্রছাত্রীরা ইচ্ছা করলে যুক্ত রাষ্ট্রীয় ভাষা (হিন্দি) মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করতে পারে" উচ্চশিক্ষার বাহন হিসেবে ইংরেজির পরিবর্তে (সংস্কৃত বাদে) অন্য কোনো ভারতীয় ভাষাকে গ্রহণ করতে হবে। মাধ্যমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তর পর্যন্ত কমিশন একটি ত্রি-ভাষা নীতির সুপারিশ করে। এই তিনটি ভাষা হল— মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা, যুক্তরাষ্ট্রীয় ভাষা (সর্বভারতীয় ভাষা) হিন্দি এবং ইংরেজি। বিজ্ঞান ও কারিগরিবিদ্যা শিক্ষার জন্য অবিলম্বে পরিভাষা প্রস্তুতির কাজ শুরু করার সুপারিশও কমিশন করেছিল। সর্বভারতীয় ভাষা ও আঞ্চলিক ভাষার সমৃদ্ধির জন্য বোর্ড গঠন করা হবে। ভারতের বিভিন্ন ভাষার বিজ্ঞান বিষয়ক বই লিখতে হবে। প্রাদেশিক সরকারগুলি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরে সর্বভারতীয় ভাষা শেখার ব্যবস্থা করে মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় ইংরেজি শেখানো হবে।

❖ ২.১.৫ পরীক্ষা পদ্ধতি (Examination System) :

প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতির কুফল সম্পর্কে কমিশন সচেতন ছিল। প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতির তীব্র সমালোচনা করে কমিশন মন্তব্য করে, "বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার উন্নতির জন্য যদি আমাদের একটি মাত্র সুপারিশ করতে হয় তবে সেটা হবে প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কার

("If we are to suggest one single reform in university education, it should be that of examinations.") কমিশন পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কারের জন্য নিম্নলিখিত সুপারিশগুলি করেছে—

(i) সরকারি উচ্চ পদে কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি অত্যাবশ্যক বলে বিবেচিত হবে না। এজন্য নিয়োগ কর্তারা বিশেষ পরীক্ষার ব্যবস্থা করবে। ফলে প্রচলিত পরীক্ষা ব্যবস্থার কিছুটা ত্রুটি দূর করা যাবে।

(ii) পরীক্ষা রচনাধর্মী (Essay Type) না করে যতটা সম্ভব বস্তুধর্মী (Objective Type) করে তুলতে হবে।

(iii) বছরে একটা পরীক্ষা না করে সারা শিক্ষাবর্ষ ধরে শিক্ষার্থীদের কাজের মূল্যায়নের জন্য একাধিক পরীক্ষার প্রবর্তন করলে ভালো হবে।

(iv) কমিশন অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়। মোট নম্বরের ১/৩ অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের জন্য নির্দিষ্ট করা হবে। শ্রেণিকক্ষে ও শ্রেণিকক্ষের বাইরে বিষয় সম্পর্কে সমস্ত কাজ করানো হবে অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায়। এই সমস্ত কাজের মূল্যায়ন করা হবে।

(v) প্রচলিত শিক্ষানুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনবছর পড়বার পর একটি মাত্র চূড়ান্ত পরীক্ষার মাধ্যমে ডিগ্রি দেওয়া হত। কমিশনের মতে একটিমাত্র পরীক্ষার মাধ্যমে তিন বছরের অধীত বিদ্যার বিচার করা ঠিক নয়। এতে অনাবশ্যকভাবে শিক্ষার্থীর মনে মানসিক চাপের সৃষ্টি হয়। তিন বছরে একটি মাত্র পরীক্ষা না নিয়ে, তিন বছরে তিনটি পরীক্ষা নেওয়া হবে। তিনটি পরীক্ষার জন্য সমগ্র পাঠ্য বিষয়কে তিনটি স্বয়ংসম্পূর্ণ এককে (Unit) ভাগ করে নিয়েই পরীক্ষা নেওয়া হবে।

(vi) অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে বিচার করে পরীক্ষক নিয়োগ করা হবে। একটি বিষয়ে অন্তত: পাঁচ বছরের অধ্যাপনার অভিজ্ঞতা না থাকলে কেউ পরীক্ষক নিযুক্ত হবেন না।

(vii) গ্রেস মার্ক বা অনুগ্রহ নম্বর দানের প্রথা একেবারেই তুলে দিতে হবে।

(viii) ধারাবাহিক পরীক্ষায় ক্রেডিট দেওয়ার রীতি চালু করতে হবে। পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণির স্থান পেতে গেলে ৭০%, দ্বিতীয় শ্রেণিতে ৫৫% ও তৃতীয় শ্রেণিতে ৪০% নম্বর পেতে হবে।

(ix) স্নাতকোত্তর ও বৃত্তিগত পরীক্ষার ক্ষেত্রেই মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে।

(x) প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা স্থায়ী পরীক্ষক সংস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এই সংস্থার সদস্য হবেন বিশেষজ্ঞ অধ্যাপকগণ। নতুন প্রশ্নপত্র কীভাবে তৈরি করতে হবে সে-ব্যাপারে এই সংস্থা বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত শিক্ষকদের নির্দেশ দেবে।

REDMI NOTE 8 PRO AI QUAD CAMERA

(v) নারী ও পুরুষদের শিক্ষার মধ্যে কতকগুলি বিষয় সাদৃশ্য থাকলেও মেয়েদের জন্য বিশেষ ধরনের শিক্ষারও ব্যবস্থা করতে হবে।

(vi) সমাজে নাগরিক ও নারী হিসেবে তাদের কর্তব্যবোধ জাগরিত করে সমাজে যথাযোগ্য স্থান গ্রহণ করার উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে।

(vii) কো-এডুকেশনাল কলেজগুলিতে ছাত্রীরা যাতে সৌজন্যবোধ ও সামাজিক দায়িত্ব বোধের উপযুক্ত শিক্ষা পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

(viii) Home Economics ও Home Management প্রভৃতি বিষয় তারা যাতে পড়ে, সে সম্পর্কে তাদের পরামর্শ দেওয়া হবে।

(ix) শিক্ষিকারা একই প্রকার কাজের জন্য শিক্ষকদের সমান হারে বেতন পাবেন।

(x) সমাজে নারীদের উপযুক্ত মর্যাদা প্রদান করতে হবে।

❖ ২.১.৮ গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় (Rural University) :

সর্ব প্রথম রাধাকৃষ্ণন কমিশনে গ্রামে উচ্চশিক্ষার প্রসারের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় (১৯৪৮-১৯৪৯)। ভারতবর্ষের শতকরা ৮৫ ভাগ লোক বাস করে গ্রামে। কৃষিকাজকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে গ্রামের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন। ইতিমধ্যে ভারতবর্ষে যে কটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে সবকটিই শহরাঞ্চলে। ফলে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য শিক্ষার্থীদের শহরে যেতে হয়। তাই রাধাকৃষ্ণন কমিশন গ্রামের অগণিত মানুষের চাহিদার কথা মাথায় রেখে কমিশন গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করে। গ্রামের মানুষ যাতে গ্রামে বসবাস করেই বুনিয়াদি শিক্ষা থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত শিক্ষা পেতে পারে সেই উদ্দেশ্যে কমিশন গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা রচনা করে। গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংগঠনিক রূপটি হল—

- প্রাথমিক স্তরে আট বছরের বুনিয়াদি শিক্ষা (৬-১৪)
- পরবর্তী তিনবছর উত্তর বুনিয়াদি ও মাধ্যমিক শিক্ষা (১৫-১৭)
- পরবর্তী তিন বছরের কলেজীয় শিক্ষা (১৮-২০)
- তারপর উত্তর কলেজীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা (২১-২২)

❑ প্রাথমিক স্তর :

কমিশন প্রাথমিক স্তরের বুনিয়াদি শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করেনি। কারণ বুনিয়াদি শিক্ষা সম্পর্কে সরকার ইতিমধ্যে সুস্পষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

❑ মাধ্যমিক শিক্ষা :

মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি হবে আবাসিক (Residential)। প্রতিটি আবাসিক বিদ্যালয়ের জন্য ৩০-৩৬ একর জমি নির্দিষ্ট থাকবে। এই জমিতে বিদ্যালয় গৃহ, ছাত্রাবাস, শিক্ষকদের বাসগৃহ

খেলার মাঠ, শিল্প শিক্ষার ঘর ও কারখানা, কৃষিক্ষেত্র, পশুচারণ ক্ষেত্র ও উদ্যানের ব্যবস্থা থাকবে। বিদ্যালয়টি গ্রামের কেন্দ্রস্থলে থাকবে যাতে গ্রামের চারপাশ থেকে শিক্ষার্থীরা এসে পড়াশোনা করতে পারে। প্রতি বিদ্যালয়ে ১৫০ জনের বেশি শিক্ষার্থী থাকবে না। বিদ্যালয়ে ৫০% সময় তাত্ত্বিক আলোচনা ও বাকি ৫০% ভাগ সময় হাতে-কলমে কাজ করার ব্যবস্থা থাকবে। সমস্ত বিদ্যালয় এলাকাটি একটি আদর্শ পল্লীর মতো সুপরিকল্পিত হবে। মাধ্যমিক স্তরে কৃষিবিদ্যা, বাণিজ্য ও শিল্প শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

❑ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা :

মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করে শিক্ষার্থীরা গ্রামীণ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করবে। গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন আবাসিক স্নাতক স্তরের কলেজ গড়ে উঠবে, বৃত্তাকারে অবস্থিত কলেজগুলির কেন্দ্রে থাকবে একটি করে গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়, সেখানে গ্রামীণ প্রয়োজনকে কেন্দ্র করে উচ্চশিক্ষার বিশেষ ধরনের ব্যবস্থা থাকবে। বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতকোত্তর শিক্ষা ও গবেষণার ব্যবস্থা থাকবে। প্রতি কলেজে ৩০০-এর বেশি শিক্ষার্থী থাকবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ২,৫০০-এর বেশি হবে না। বিশেষ বিশেষ বিষয়ে উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে বিশ্ববিদ্যালয়ে। তাত্ত্বিক বা বৌদ্ধিক ও ব্যবহারিক উভয় ধরনের বিষয়চর্চার ব্যবস্থা থাকবে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে। দর্শন, ভাষা ও সাহিত্য, পদার্থবিদ্যা, জীববিদ্যা, রসায়ন, সমাজবিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব, দেহ বিজ্ঞান (Physiology), অর্থশাস্ত্র, কৃষি, শিল্প প্রভৃতি বিষয় চর্চা করা হবে। পাঠক্রমে গ্রামীণ জীবন ও গ্রামীণ প্রয়োজনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হবে, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে নানাবিধ বিষয়ে গবেষণার ব্যবস্থা থাকবে। সমগ্র দেশজুড়ে প্রয়োজন অনুযায়ী কতকগুলি বিশ্ববিদ্যালয় ও পর্যাপ্ত সংখ্যক কলেজ গড়ে উঠবে। এইসব প্রতিষ্ঠানকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য পরিচালন সমিতি থাকবে। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে স্বাধীনভাবে নিজেদের কর্মসূচি বা কর্মপন্থা স্থির করবার সুযোগ থাকবে।

সামগ্রিকভাবে গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসূচি পাঁচটি বিভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে।

(i) বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকাভুক্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও প্রাক্-স্নাতক মহাবিদ্যালয়গুলির অনুমোদনের ভার থাকবে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর।

(ii) বিশ্ববিদ্যালয়টি হবে পরিপূর্ণ ভাবে আবাসিক

(iii) গ্রামীণ সমাজ, অর্থনীতি, শিল্প সম্বন্ধে উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণা পরিচালনার উদ্দেশ্য নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম রচিত হবে।

(iv) গ্রামীণ জীবনের অর্থনীতি, স্বাস্থ্যনীতি, শিক্ষা, সমাজ ও সাংস্কৃতিক বিষয় অবলম্বন করে গবেষণা করার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হবে।

(v) গ্রামের শিক্ষিত ব্যক্তিদের সাহায্যে স্থানীয় সমাজ, অর্থনীতি ও সংস্কৃতির বিভিন্ন দিকের তথ্যাদি সংগৃহীত হবে।

❖ **২.১.৯ শিক্ষক** (Teachers) :

শিক্ষার মূল রূপকার হলেন শিক্ষক। ভবিষ্যতে জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে নেতৃত্ব দান করবেন উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীরা। তাদের মননশীলতার দ্বারা জাতীয় জীবন সমৃদ্ধ হবে। তাঁদের প্রস্তুত করার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার মান ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার সাফল্য নির্ভর করে শিক্ষকদের চরিত্র, যোগ্যতা ও দক্ষতার উপর। কমিশনের মতে, "The teachers are the corner stone of the arch of education, he is no less if not more than books are curricula, building and equipment, administration and the rest." অর্থাৎ শিক্ষক হলেন শিক্ষার স্তম্ভ স্বরূপ। শিক্ষক-শিক্ষিকাগণকে নিজেদের দায়িত্ব, কর্তব্য ও মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। অধ্যাপনার মান বাড়াতে হলে অধ্যাপকদের যোগ্যতার বিচার করে তাঁদের নিয়োগ করতে হবে। শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা বিচার করে কমিশন প্রফেসর, রিডার, লেকচারার ও ইনস্ট্রাকটর এই চারটি শ্রেণিতে ভাগ করে দেন। এছাড়া কয়েকজন গবেষক (Research Fellow) থাকবেন।

(i) অধ্যাপক-অধ্যাপিকাগণ অধ্যাপনার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে একটা সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হবেন। অত্যন্ত পরিশ্রম ও ধৈর্যের সঙ্গে বক্তৃতার উপকরণ সংগ্রহ করে বিষয়বস্তুর যথাযথ ভাবে উপস্থাপনের ব্যবস্থা করবেন।

(ii) শিক্ষক-শিক্ষিকা গবেষণায় রত থাকবেন এবং ছাত্রছাত্রীদের গবেষণার কাজে উৎসাহিত করবেন।

(iii) শিক্ষকদের পদোন্নতি নির্ভর করবে তাঁদের দক্ষতা ও পাণ্ডিত্যের উপর।

(iv) প্রত্যেক শিক্ষক ৬০ বছর বয়সে অবসর গ্রহণ করবেন, যোগ্য শিক্ষকেরা কর্মক্ষম থাকলে তাদের কার্যকাল ৬৪ বছর পর্যন্ত বাড়ানো চলবে।

(v) শিক্ষকদের চাকুরির শর্তাবলি (Service Condition), প্রভিডেন্ট ফান্ড, কাজ করার সময় ছুটি প্রভৃতি স্থির করে দিতে হবে।

❖ **২.১.১০ ছাত্র কল্যাণ** (Student Welfare) :

এই কমিশনে ছাত্র কল্যাণ সম্বন্ধে নানা সুপারিশ করা হয়। সেগুলি হল—

(i) ছাত্রদের কল্যাণের জন্য একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠিত হবে।

(ii) ছাত্রদের সমাজ কল্যাণমূলক কাজে উৎসাহিত করতে হবে।

(iii) বছরে অন্তত একবার বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

(iv) শারীরশিক্ষা ও খেলাধুলার ব্যবস্থা থাকবে।

(v) প্রত্যেকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের NCC ইউনিট থাকবে।

❖ ২.১.১৩ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন স্থাপন (Establishment of UGC) :

১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে সার্জেন্ট পরিকল্পনার সুপারিশ অনুযায়ী ইউনিভার্সিটি গ্রান্ট কমিটি স্থাপিত হয়। এর প্রধান কাজ ছিল কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলি তত্ত্বাবধান করা। রাধাকৃষ্ণন কমিশন সুপারিশ করে যে গ্রেট ব্রিটেনের U.G.C.-এর অনুকরণে কেন্দ্রীয় সরকারকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে অর্থনৈতিক সাহায্য সংক্রান্ত ব্যাপারে উপদেশ দেওয়ার জন্য একটি সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান গঠন করতে হবে। এই কমিশনের সুপারিশ অনুসারে ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে ভারত সরকার **বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন** (University Grant Commission) প্রতিষ্ঠা করে। ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে পার্লামেন্টের এক আইনের বলে কমিশন আইন অনুসারে গঠিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। এই কমিশনের প্রধান কাজ হল স্নাতকোত্তর শিক্ষা ও গবেষণার কাজে বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য করা।

❖ ২.১.১৪ উচ্চ শিক্ষার মান (Quality of Higher Education) :

কমিশনের বিচার্য বিষয়গুলির অন্যতম ছিল শিক্ষার মান উন্নয়ন। কমিশনের মতে, শিক্ষার ও পরীক্ষা ব্যবস্থার উচ্চতর মান রক্ষাই হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাথমিক কর্তব্য। শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য কমিশন কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করেন, এই সুপারিশগুলি হল—

(i) মোট ১২ বছরের বিদ্যালয় ও ইন্টারমিডিয়েট কলেজের শিক্ষা শেষ করে শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক স্তরে ভরতি হতে পারবে।

(ii) বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিড় কমানোর জন্য মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করার পর বেশি সংখ্যক ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তিমূলক শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহিত করতে হবে।

(iii) বিশ্ববিদ্যালয় ও তার অন্তর্ভুক্ত মহাবিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা যেন একটা নির্দিষ্ট সীমার বাইরে না যায়। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ও বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রছাত্রী সংখ্যা কোনো ভাবেই ৩০০০-এর বেশি হওয়া উচিত নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত কোনো মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী সংখ্যা কোনো প্রকারেই ১৫০০-এর বেশি হওয়া উচিত হবে না।

(iv) বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ প্রার্থীর যোগ্যতার একটা ন্যূনতম মান সর্বদা রক্ষা করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের দরজা সকলের জন্য খোলা রাখলে চলবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা হবে নির্বাচনধর্মী (Higher Selective), তবে দেখতে হবে যে যোগ্যতাসম্পন্ন কোনো ছাত্রছাত্রী যেন দারিদ্রের জন্য উচ্চ শিক্ষা লাভে বঞ্চিত না হয়।

(v) বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও পরীক্ষাগার যেন সুসজ্জিত থাকে। ছাত্রছাত্রীদের চাহিদা যেন পূরণ করতে পারে। পর্যাপ্ত বই ও উপকরণ পাঠাগারে ও পরীক্ষাগারে থাকবে। গ্রন্থাগারে পড়ার সুব্যবস্থা থাকবে।

(vi) বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচি ও সাধারণ উদারনৈতিক শিক্ষা, প্রযুক্তিগত শিক্ষা ও বৃত্তি শিক্ষা—এই তিনটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিতে হবে। এর পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার ব্যবস্থা থাকবে। গবেষণার জন্য শিক্ষার্থীদের যথেষ্ট উৎসাহ দেওয়া হবে।

(vii) পরীক্ষার দিনগুলি ছাড়া কলেজে সারাবছর কাজের দিন ১৮০ দিনের কম হবে না।

(viii) ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন ছোটো ছোটো দলে বিভক্ত করে তাদের জন্য টিউটোরিয়াল ক্লাসের ব্যবস্থা করতে হবে।

■ ২.২ মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন (১৯৫২-৫৩) (Secondary Education Commission):

❑ ভূমিকা :

স্বাধীন ভারতে বুনিয়াদি শিক্ষার প্রসারের জন্য অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়। কারিগরি শিক্ষার প্রসারেও নানা পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছিল। উচ্চশিক্ষার সংস্কারের জন্য রাধাকৃষ্ণন কমিশন নিয়োগ করা হয়েছিল এবং কমিশনের সুপারিশগুলি কার্যকরী করার জন্য বিভিন্ন সরকারি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু দেশের মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কারের জন্য তখন পর্যন্ত কোনো পরিকল্পনা গৃহীত হয়নি। অথচ জাতীয় শিক্ষার গোটা কাঠামোতে মাধ্যমিক স্তরের গুরুত্ব সর্বাধিক। মাধ্যমিক শিক্ষা হল প্রাথমিক ও উচ্চ শিক্ষার যোগসূত্র। বেশির ভাগ শিক্ষার্থী এই স্তরের শিক্ষা শেষ করেই সরাসরি জীবিকা অর্জনে সচেষ্ট হয়। কিংবা বৃত্তিমূলক শিক্ষা লাভের চেষ্টা করে। আবার অনেকে এই শিক্ষা শেষ করে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা বৃত্তিতে নিযুক্ত হয়। মাধ্যমিক স্তরকে দুর্বল রেখে উচ্চশিক্ষাকে এগিয়ে নেওয়া কোনো প্রকার সম্ভব নয়। কারণ আক্ষরিক শিক্ষা হল উচ্চ শিক্ষার ভিত্তি।

অতএব মাধ্যমিক শিক্ষা যদি ত্রুটিপূর্ণ হয় তবে জাতীয় জীবনে অবক্ষয় দেখা দেবে। মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কার একান্ত প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে রাধাকৃষ্ণন কমিশনের বক্তব্য খুবই উল্লেখযোগ্য। কমিশনের মতে, "Our secondary education remains the weakest link in our educational machinary and needs urgent reform." অর্থাৎ দেশের সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থায় মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা হচ্ছে দুর্বলতম যোগসূত্র। অবিলম্বে এর সংস্কার প্রয়োজন। তাই জাতীয় শিক্ষার উন্নয়নের জন্য ভারত সরকার একটি মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন গঠন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. লক্ষ্মণস্বামী মুদালিয়রের সভাপতিত্বে একটি মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। ইংল্যান্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে দু'জন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ইংল্যান্ডের অক্সফোর্ডের ফিসার্স কলেজের অধ্যক্ষ জন ক্রিস্টি এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ড. কেনেথ্ রাস্ট্ উইলিয়ামস এই কমিশনের সদস্য নিযুক্ত হয়েছিলেন। ভারতীয় সদস্যদের মধ্যে ছিলেন—

(i) শ্রীমতী হংসে মেহতা, উপাচার্য, বরোদা বিশ্ববিদ্যালয়

(ii) শ্রী জে এ তারাপোরভেলা